Reflections on Contemporary Art

রুমালকে বেড়াল, বেড়ালকে রুমাল

অভিনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানব সভ্যতার আদিম সময়ের দিকে ফিরে তাকালে- শক্তি অর্থাৎ energy-র ব্যবহারের বিবর্তনবাদ অতি প্রছন্ন। একটা সময় ছিল যখন মনুষ্য সম্প্রদায় না জেনেই নানান শক্তির নানান প্রয়োগের রোজ নামচায় বেঁচে থাকতো- অথচ শক্তির একতা কিম্বা রূপান্তর ক্ষমতার ব্যাপারে অজ্ঞাত ছিল। ছিল হাওয়া হয়ে গেল বিদ্যুৎ কিম্বা ছিল বাষ্প চলতে লাগলো ইঞ্জিন- ইত্যাদি ভাবনা তখনও কল্পবিজ্ঞান। তারপর ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির একমাত্রিক মূল- এর মূল্যবোধ অনুধাবন করার পর পাল্টে গেল গোটা দৃশ্যটা। সমান্তরাল বিবর্তনবাদটা হঠাৎ করেই সমানুপাতিক হয়ে গিয়ে এক সুরে বেঁধে গেল। বিজ্ঞান বেগ পেল। শক্তি যে আসলে তৈরি করাও যায়না আবার ধ্বংস করাও যায়না, শুধু রূপান্তর করা যায় মাত্র - এই বোধ এসে বাঁধ ভেঙ্গে দিল যাবতীয় সীমাব্ধতার। কন্টেমপোরারি আর্টের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা আমার অনেকটা তাইই মনে হয়। প্রাক- আন্তর্জাল যুগের যাবতীয় আর্টিস্টিক সমান্তরাল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে আর্ট- এর এই কনটেম্পোরারি তথা সমসাময়িক ধারা অনেক উদার- অসীম ও সম্ভাবনাময়।

এমনিতে ব্যক্তিগতভাবে, আর্ট বিষয়টিকে বিভিন্ন কেতাবি '-ism', 'pattern', 'style' ইত্যাদিতে বেঁধে ফেলে ভাবতে ভালোলাগেনা। যেভাবে বিরক্ত লাগে মনুষ্য সমাজকে ধর্ম দিয়ে বেঁধে ফেলা দেখতে। ইতিহাসের যুগ থেকে এই বিভিন্ন কেতাবি বর্মের ধর্মে আর্ট- কে বেঁধে ফেলার ধারণা- কে নিমেষে চুরমার করে দেয় এই কনটেমস্পোরারি আর্ট- জ্যঁর। আর্ট নামক ভাবনা প্রকাশের মাধ্যমের দরজা খুলে দেয় সকল মানুষ ও সকল বিষয়ের কাছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিও যার পিছনে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। যেজন্য বর্তমানে একটি ধোঁয়া দিয়ে আঁকা ছবি কিম্বা কাগজ ভাঁজ করে বানানো মূর্তির পাশে সালমান খান- কে নিয়ে বানানো একটা মেম (Meme)- ও এই কনটেম্পোরারি আর্টেরই সন্তান রূপেই স্থান পায়। আর্টের সামাজিক পিরামিড- কে হাঁসতে হাঁসতে গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দেয় অচিরেই। এ এক অদ্ভুত মুক্তধারার আন্দোলন যেন- যেখানে আর্ট আর আর্টিস্ট ব্যাপারটা আর কুক্ষিগত থাকেনা কোনভাবেই।

ব্যাপারটা আরও জোর দিয়ে বলতে পারার কারণ আমি নিজেই। আমি নিজেও এই ধারার এক ফসল বইকি! যতদিনে কনটেম্পোরারি আর্টের সংজ্ঞা জানলাম- ততদিনে পিছন ফিরে দেখলাম অদ্ভুত ভাবে ছোটবেলা ইস্তক এই প্যাটার্নেই কাজ করে আসছি অবলীলায়! একসময় বহু ছোটবেলায় ছবি আঁকতাম শুধু- সেখান থেকে লেখালেখি- ডিজাইন- আর্কিটেকচার- সিনেমা- বিজ্ঞাপন- গেম ডিজাইন- স্কেচ. . . কল্পনার ভাব প্রকাশের জন্য মাধ্যম বদলেছি ও বদলাচ্ছি কেবল প্রয়োজনীয়তা অনুসারে। কিন্তু কল্পনা- ভাবনার ঘরানা যে সেই আমিই! সেই শক্তির রূপান্তরবাদের মতনই। কখনও একটা আস্ত সিনেমার গপ্প হয়ে গিয়েছে স্কেচ কিম্বা একটা স্কেচ এনে দিয়েছে গোটা সিনেমা। আর্ট –এর এই সংজ্ঞাকে সমাজ কীভাবে দেখবে সেটা সরিয়ে রেখে- আমার কাছে পুরো বিষয়টাই হয়ে উঠেছে একটা মাধ্যম-মুক্ত ক্যানভাস। যেখানে সাহিত্য- ফিল্ম- ডিজাইন-বিজ্ঞাপন ইত্যাদি মিলে একটাই আয়না তুলে ধরেছে আমার সামনে, যেখানে আমার কল্পনাগুলো প্রয়োজন মত রূপ পাল্টে এসে দাঁড়িয়েছে রোজ সকালে। এই যে Bricolage-ভাবনা প্রকাশের ধারা - এটাও কনটেম্পোরারি আর্টের অবিচ্ছেদ্য এবং বিরাট বড়ো অংশ বইকি!

মোদ্দা কোথা এক গতে ভাবনা প্রকাশ না করে, ভাবনা প্রকাশের মাধ্যমকে সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত না রেখে, নিজের কল্পনার জালকে স্পাইডারম্যানের মতন এদিক ওদিক ছড়িয়ে দিয়ে উড়ে উড়ে বেড়ানোকেই বোধহয় কেতাবিভাবে কনটেম্পোরারি আর্ট বলা হচ্ছে।

এই সমসাময়িক আর্ট- এর ধারাস্রোতের নিতান্ত আরেক প্রবাহ হিসেবেই- ২০১৭- এর ডিসেম্বর ইস্তক আমিও একটা অদ্ভুত অভ্যাসে মেতে উঠি, যার ফলস্বরূপ জন্ম নেয় আমার পেন- অন- পেপার নামক একটি স্কেচ সিরিজ। চেষ্টা করতাম প্রতিদিন সারাদিনের মধ্যে যেকোনো একটা ভাবনাকে আমার কল্পনার প্রজেকশানে সব থেকে দ্রুত কিভাবে সাজিয়ে ফেলা যায়। নানা মাধ্যম হাতড়ে বেছে নিলাম স্কেচকেই। বেসিক। পেন- অন- পেপার। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি অব্দি টানা চলেছিল এই সিরিজ। নিজে এঁকে কোথায় রাখবো, ভুলে যাবো, তাই গুছিয়ে রাখার প্রয়াসে সেগুলিকে ফেসবুকে একটি অ্যালবামে ভরে রাখি। জৈবিক নিয়মে ফেব্রুয়ারির পর দৈনন্দিনতা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু পিছন ফিরে স্কেচগুলো দেখে চমকে উঠি। কীভাবে প্রতিটি স্কেচ আমার মাথার ভেতরের হাজার পাতার নানান ভাবনা- ফিল্ম হোক, কি গল্প, কি একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে চিন্তা বা একটা অ্যাকসিডেন্টের অভিজ্ঞতাকে ম্যাজিকের মতন ফসিল করে পুরে রেখেছে প্রতিটি স্কেচে। ঠিক সেই শক্তির রূপান্তরের মতই - রুমালকে বেড়াল, বেড়ালকে রুমাল।

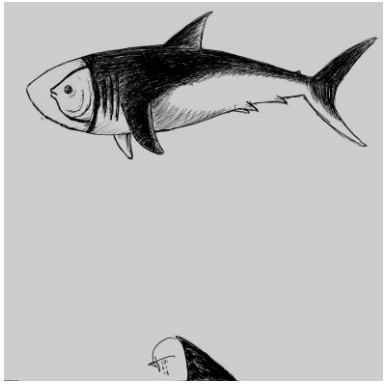

Adulthood

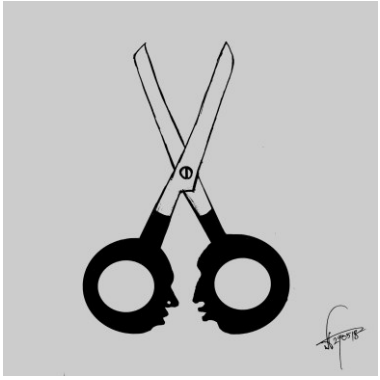

Bondings

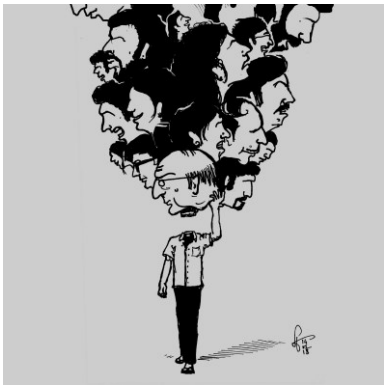

Characters

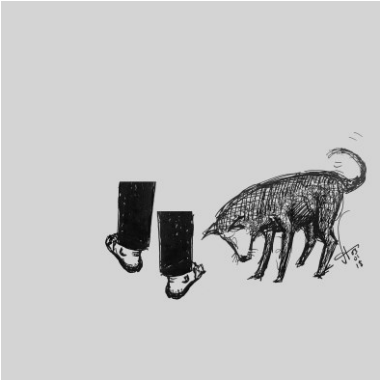

Dogmatism

Eternal Summers

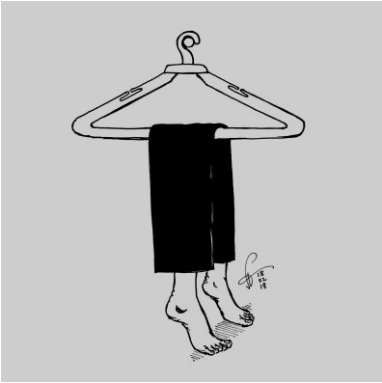

Hibernation

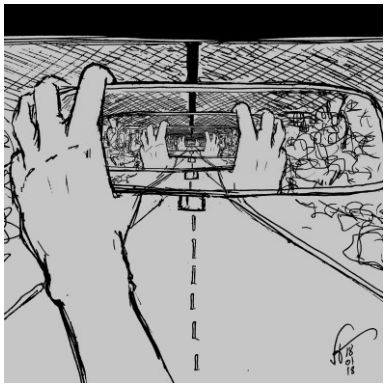

Self-drive

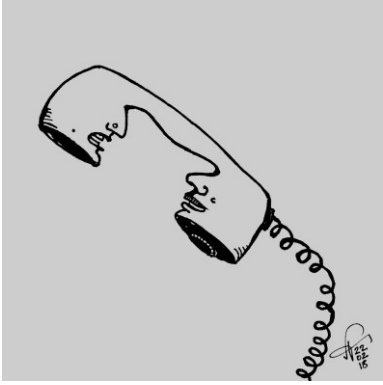

Long Distance

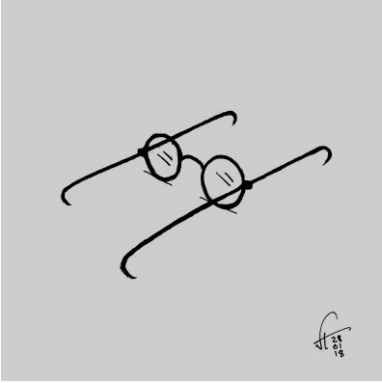

Shared Vision

Medium for all artwork – pen on paper